



বিশেষপরিষেবাওনিবন্ধ

প্রতিরক্ষা উৎপাদন : স্বয়ম্ভবতার অভিমুখে যাত্রা সুপার পাওয়ারবা মহাশক্তি হয়ে উঠতে চাওয়া কোনও জাতি কি তাদের প্রতিরক্ষা যন্ত্রপাতির জন্য,আমদানির ওপর তাদের নির্ভরশীলতা

Posted On: 13 OCT 2017 2:24PM by PIB Kolkata

অরুণ জেটলি

সুপার পাওয়ারবা মহাশক্তি হয়ে উঠতে চাওয়া কোনও জাতি কি তাদের প্রতিরক্ষা যন্ত্রপাতির জন্য,আমদানির ওপর তাদের নির্ভরশীলতা অব্যাহত রাখতে পারে! এছাড়া তাদের নিজস্ব দেশ জপ্রতিরক্ষা উৎপাদন বা প্রতিরক্ষা শিল্পের ভিত্তিকে অগ্রাশ্রয় করতে পারে!নিশ্চিতভাবে তা পারে না। একটি দেশের দীর্ঘমেয়াদী কৌশলগত পরিকল্পনার ক্ষেত্রে দেশজপ্রতিরক্ষা উৎপাদন বা প্রতিরক্ষা শিল্প-ভিত্তিকে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদান হিসাবে ধরা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে আমদানির ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা যে কেবলমাত্র, কৌশলগতনীতির প্রেক্ষিতক ও এই অঞ্চলের নিরাপত্তার স্বার্থে ভারতের ভূমিকাকে বিঘ্নিত করেতাই নয়, বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের সম্ভাবনার নিরিখে অর্থনৈতিক দিক থেকেও তা উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যদিও ক্ষমতার সবকটিদিককে বিবেচনা করেই মহাশক্তিদ্বার রাষ্ট্র বা সুপার পাওয়ার বলা হয়, কিন্তু সামরিকক্ষমতাকেই একটি জাতির সুপার-পাওয়ারে উন্নীত হওয়ার প্রধান শর্ত হিসাবে ধরা হয়।

ইতিহাসের দিক থেকে, ভারতের প্রতিরক্ষা শিল্পের ইতিহাস ২০০ বছরের বেশি পুরনো। ব্রিটিশ শাসনকালেরবন্দুক ও গোলাগুলি নির্মাণের জন্য অস্ত্র উৎপাদনের কারখানা গড়ে তোলা হয়। কলকাতারকাশীপুরে ১৮০১ সালে দেশের প্রথম অর্ডেন্যান্স কারখানা গড়ে ওঠে। স্বাধীনতার আগেইদেশে মোট ১৮টি এই ধরনের অস্ত্র নির্মাণ কারখানা স্থাপিত হয়। বর্তমানে সারা দেশেরবিভিন্ন স্থানে ৪১টি অস্ত্র কারখানা রয়েছে। এছাড়া ৯টি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব প্রতিরক্ষাউৎপাদন সংস্থা এবং ২০০-রও বেশি বেসরকারি প্রতিরক্ষা উৎপাদনের লাইসেন্সপ্রাপ্তকোম্পানি রয়েছে। বেশ কয়েক হাজার ক্ষুদ্র, মাঝারি ও অতিক্ষুদ্র সংস্থা, বড় উৎপাদক ওরাষ্ট্রায়ত্ত্ব প্রতিরক্ষা উৎপাদন সংস্থার উৎপাদনের কাজ করে থাকে। প্রতিরক্ষা গবেষণাউন্নয়ন সংগঠন, ডিআরডিও'র ৫০টিরও বেশি গবেষণাগারকে আমাদের দেশের সমগ্র প্রতিরক্ষাউৎপাদন ব্যবস্থার অঙ্গ বলে ধরা হয়।

২০০০ সাল পর্যন্ত, আমাদের প্রধান প্রধান প্রতিরক্ষা যন্ত্রপাতি ও অস্ত্র ব্যবস্থাগুলি হয় আমদানি করা হ'ত অথবা ভারতের প্রতিরক্ষা উৎপাদন কারখানা বা রাষ্ট্রায়ত্ত্ব প্রতিরক্ষা উৎপাদন সংস্থা লাইসেন্স ব্যবস্থার মাধ্যমে উৎপাদিত হ'ত। ডি আর ডি ও, আমাদের দেশের একমাত্র প্রতিরক্ষা গবেষণা-উন্নয়ন সংস্থা হিসাবে সক্রিয়ভাবে প্রযুক্তি উদ্ভাবনে অবদান যোগাতো। এছাড়া এই সংস্থা অস্ত্র উৎপাদনের দেশজকরণের ক্ষেত্রেও বিশেষ ভূমিকা নিত। ডি আর ডি ও'র কাজের সুবাদে, এবং গবেষণা-উন্নয়নে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রের রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থাগুলির উদ্যোগের ফলে, দেশ প্রায় সব ধরনের প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম ও অস্ত্র উৎপাদনে সক্ষমতা অর্জনের জায়গায় পৌঁছেছে। আজকের দিনে, সাধারণ হিসাব অনুসারে দেশের মোট অস্ত্রসম্পদ সংগ্রহের ৪০ শতাংশ দেশেই উৎপাদিত হয়। প্রধান অস্ত্র ব্যবস্থাগুলির ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণভাবে উৎপাদনে দেশজকরণ সম্ভব হয়েছে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, টি-৯০ ট্যাঙ্কের ৭৪ শতাংশ দেশজকরণ সম্ভব হয়েছে। ইনফ্যান্ট্রি কমব্যাট ভেহিক্যাল (বি এম পি - দুই) এর ক্ষেত্রে ৯৭ শতাংশ, সুখাই-৩০ জঙ্গি বিমানে ৫৮ শতাংশ, কক্সুর ফেপনাস্টের ৯০ শতাংশ দেশজকরণ সম্ভব হয়েছে। লাইসেন্স ব্যবস্থায় উৎপাদন ক্ষেত্র ছাড়াও, আমাদের গবেষণা-উন্নয়ন সংস্থার মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র উদ্ভাবনের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য ভাবে দেশজকরণ হয়েছে। এগুলির মধ্যে রয়েছে আকাশ ফেপনাস্ট ব্যবস্থা, অত্যাধুনিক হান্ডা হেলিকপ্টার, হান্ডা জঙ্গি বিমান, পিনাক রকেট এবং বিভিন্ন ধরনের রাডার ব্যবস্থা। এই রাডারগুলি হোল স্ট্রাকচার অ্যাকুইজিশন র‍্যাডার, অস্ত্র অনুসন্ধানী র‍্যাডার, যুদ্ধক্ষেত্রে নজরদারি চালানোর জন্য র‍্যাডার প্রভৃতি। এই ধরনের র‍্যাডার ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও ৫০/৬০ শতাংশ হারে দেশজকরণ সম্ভব হয়েছে।

রাষ্ট্রায়ত্ত্বপ্রতিরক্ষা উৎপাদন কোম্পানি ও প্রতিরক্ষা গবেষণা উন্নয়ন সংগঠন, ডিআরডিও'র মাধ্যমেই উন্নতি সম্ভব হয়েছে। এখন সময় এসেছে, প্রতিরক্ষা শিল্প-ভিত্তিতে বেসরকারিক্ষেত্রে অস্ত্রভুক্ত করে ভারতের প্রতিরক্ষা শিল্পে নিয়ে আসা। ২০০১ সালে সরকার ২৬শতাংশ পর্যন্ত প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ সহ প্রতিরক্ষা উৎপাদনের ক্ষেত্রেবেসরকারি ক্ষেত্রে কাজ করার অনুমতি দিয়েছে। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণতাঅর্জনের লক্ষ্যে শিল্প ক্ষেত্রে সমস্ত সম্ভাবনাকে এবং দেশে প্রাপ্ত কৃৎকৌশলকে কাজেলাগানোই হবে আমাদের কেষ্ট। যদিও ২০০১ সালে এই ক্ষেত্রে বেসরকারি সংস্থার জন্যদরজা খুলে দেওয়া হয়, তবুও প্রতিরক্ষা উৎপাদনে বেসরকারি অংশগ্রহণ তিন-চার বছর আগেপর্যন্ত খুবই নগণ্য থেকেছে। অস্ত্র উৎপাদন কারখানা এবং প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রেরাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থাগুলিতে যন্ত্রাংশ উৎপাদন এবং সরবরাহের কাজেই এদের অবদানসীমাবদ্ধ থেকেছে। বিগত তিন বছরে লাইসেন্স ব্যবস্থার উদারীকরণের ফলে বিভিন্ন ধরনেরপ্রতিরক্ষা সরঞ্জাম উৎপাদনের ক্ষেত্রে ১২৮টি লাইসেন্স ইস্যু করা হয়েছে। যেখানে এরআগে ১৪ বছরে এই ধরনের লাইসেন্সের সংখ্যা ছিল মাত্র ২১৪টি।

প্রতিরক্ষাক্ষেত্রে এমন একটি জায়গা, যেখানে উৎপাদিত পণ্যদ্রব্য কেবলমাত্র সরকারই কিনে থাকে। তাই,অভ্যন্তরীণ প্রতিরক্ষা শিল্পের বৃদ্ধি সরকারের প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত সংগ্রহ নীতিরওপর নির্ভরশীল। সরকার সেজন্য প্রতিরক্ষা সরঞ্জামের সংগ্রহ নীতিকে এমনভাবে সংশোধনকরেছে, যাতে দেশজ পদ্ধতিতে উৎপাদিত পণ্যদ্রব্য কেনাকোই অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।জঙ্গি বিমান, হেলিকপ্টার, ডুবো জাহাজ এবং সজৈয়া গাড়ির মতো প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রেরকৌশলগত মঞ্চ উৎপাদনকে উৎসাহিত করতে সরকার সম্প্রতি 'কৌশলগত অংশীদারিত্বের নীতি'ঘোষণা করেছে। এই নীতির ফলে নির্বাচিত কিছু ভারতীয় কোম্পানি বিদেশি যন্ত্রউৎপাদনকারীদের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে ভারতে এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ জিনিসপত্র উৎপাদনকরতে পারবে। এক্ষেত্রে অবশ্য প্রযুক্তি হস্তান্তরের শর্ত রাখা হয়েছে। বিগত তিনবছরে বিভিন্ন নীতি এবং উদ্যোগের সফল দেখা যাচ্ছে। ২০১৩-১৪ অর্থবর্ষে তিন বছর আগেযেখানে মাত্র ৪৭ . ২ শতাংশ মূলধনী প্রতিরক্ষা দ্রব্য ভারতীয়উৎপাদকদের কাছ থেকে কেনা হ'ত, সেখানে ২০১৬-১৭ অর্থবর্ষে এই পরিমাণ বেড়ে ৬০ . ৬ শতাংশ হয়েছে।

প্রতিরক্ষাযন্ত্রপাতি উৎপাদন, নকশা এবং উন্নয়নের কাজ যাতে দেশের অভ্যন্তরে হয়, সেই লক্ষ্যসরকার একগুচ্ছ নীতি এবং পদ্ধতিগত সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে-লাইসেন্স প্রদান প্রথার উদারীকরণ এবং প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ সংক্রান্ত নীতি।এছাড়া, অফসোর্সেট গাইডলাইন, রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ার সরলীকরণের মাধ্যমে সরকারিএবং বেসরকারি ক্ষেত্রে সমান সুবিধা দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

প্রতিরক্ষাক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত চালু রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থাগুলির পুনরুজ্জীবনের জন্য বেশকয়েকটি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এই ধরনের সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত্ব প্রতিরক্ষা উৎপাদনসংস্থা এবং আয়ুধ নির্মাণ পর্ষদ'কে ক্ষুদ্র এবং মাঝারি সংস্থার কাছে কাজের বরাতবৃদ্ধি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ত্ব প্রতিরক্ষা উৎপাদন সংস্থা এবং আয়ুধনির্মাণ পর্ষদগুলিকে রপ্তানির ক্ষেত্রেও লক্ষ্যমাত্রা দেওয়া হয়েছে। তাদেরকর্মপদ্ধতিটিকে আরও দক্ষ করে তুলে উৎপাদন ব্যয় কমানোর জন্য বলা হয়েছে। প্রতিরক্ষারসঙ্গে যুক্ত আমাদের দেশের জাহাজ নির্মাণের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য হারে দেশজকরণসম্ভব হয়েছে। এখন আমাদের নৌ-বাহিনী ও উপকূল রক্ষা বাহিনীর জন্য সমস্ত রকম জাহাজএবং টেন্ডারী জলযান ভারতীয় জাহাজ নির্মাণ কারখানাতেই উৎপাদন করা হচ্ছে। গত তিন বছরেরাষ্ট্রায়ত্ত্ব প্রতিরক্ষা উৎপাদন সংস্থা এবং আয়ুধ নির্মাণ পর্ষদের উৎপাদন মূল্য ২৮শতাংশ হারে এবং উৎপাদনশীলতা ৩৮ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রতিরক্ষাউৎপাদনের ক্ষেত্রে আমরা বর্তমানে স্বয়ম্ভবতা অর্জনের লক্ষ্যে এক গুরুত্বপূর্ণপর্যায়ে পৌঁছেছি। স্বাধীনতার পর যখন আমরা প্রাথমিকভাবে আমদানি দিয়ে গুরু করেছিলাম,পরে, ৭০, ৮০ এবং ৯০-এর দশকে প্রতিরক্ষা উৎপাদনের ক্ষেত্রে লাইসেন্স প্রদানেরমাধ্যমে কাজের দিকে আমরা ক্রমশ অগ্রসর হয়েছি। বর্তমানে আমরা দেশজ পদ্ধতিতেপ্রতিরক্ষা সরঞ্জামের নকশা, উন্নয়ন এবং উৎপাদনের দিকে এগিয়ে চলেছি। অটোমোবাইল,কম্পিউটার সফটওয়্যার এবং হেভি ইঞ্জিনিয়ারিং সহ অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো নীতিগতউদ্যোগ, দক্ষ প্রশাসনিক পদ্ধতির মাধ্যমে ভারতের প্রতিরক্ষা শিল্প সময়ের দাবি মেনেএগিয়ে যাবে বলে আমরা আশা। অদূর ভবিষ্যতে আমরা আমাদের দেশেই প্রতিরক্ষা যন্ত্রপাতিএবং মঞ্চ নির্মাণ, নকশা তৈরি এবং উন্নয়নের কাজও দেখতে পাব বলে আশা করা যায়।সংস্কারের প্রক্রিয়া এবং সহজ ব্যবসা করার সুবিধা প্রদানের কাজ চলছে। আমাদেরদীর্ঘমেয়াদী জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে, সরকার এবং শিল্প সংস্থাগুলিকে একযোগেপ্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে বৃদ্ধি এবং সৌসাম্যের পরিবেশ গড়ে তুলতে কাজ করে যেতে হবে।

• লেখক - কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা, অর্থ ও কর্পোরেট বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রী।

(Release ID: 1505979) Visitor Counter : 2

Background release reference

সুপার পাওয়ারবা মহাশক্তি হয়ে উঠতে চাওয়া কোনও জাতি কি তাদের প্রতিরক্ষা যন্ত্রপাতির জন্য,আমদানির ওপর তাদের নির্ভরশীলতা

